যুগান্তর

তারিখ 18 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বিএসসি নার্সিং পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

বিএসসি নার্সিং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রোববার দৈনিক যুগান্তরে 'আজ বিএসসি নার্সিং পরীক্ষা : প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) জনসংযোগ দফতরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. নুর ই ইসলাম এ প্রতিবাদ জানান।

লিখিত প্রতিবাদে ড. নুর ই ইসলাম বলেন, 'প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রশ্ন ফাঁসের যে অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ (রোববার) অনুষ্ঠিত ওই পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।'

প্রতিবেদকের বক্তব্য : সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে ওই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি লেখার আগে শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খানের মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়। যেটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। এছাড়া যুগান্তরের কাছে সংরক্ষিত প্রশ্নপত্রের লিখিত নমুনা পরীক্ষা শুরুর আগে তাকে সরবরাহ করতে এই প্রতিবেদককে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী রোববার সকালে এই প্রতিবেদক পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রাপ্ত নমুনা নিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে যান। সেখান থেকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহালুল হক চৌধুরী এবং মেডিকেল অনুষদের ডিন বিশেষ নিরাপত্তায় রক্ষিত সিলগালা করা প্রশ্নের একটি প্যাকেট ও এই প্রতিবেদককে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাস ভবনে যান। সেখানে তারা ভিসির সামনে নমুনা প্রশ্ন প্রকৃত প্রশ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। তখন এই প্রতিবেদক অন্য কক্ষে অবস্থান করছিলেন। পরে তারা প্রতিবেদককে জানান, নমুনা প্রশ্নের সঙ্গে প্রকৃত প্রশ্নের মিল নেই। যদি প্রশ্নের সঙ্গে মিল পাওয়া যেত তাহলে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হতো বলে জানান ডিন ডা. মো. ইসমাইল খান।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক প্রতিবেদককে বলেন, প্রতারণার মাধ্যমে বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থে অথবা সংশ্লিষ্টদের বিভ্রান্ত করতে কেউ হয়তো এটা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, অতীতে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেউ এ সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে থাকতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে রোববার অনুষ্ঠিত বিএসসি নার্সিং কমপ্রিহেন্সিভ নার্সিং অ্যান্ড প্যাথোফিজিওলজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ইতিপূর্বে প্রাপ্ত নমুনা প্রশ্নের প্রায় ৬০ শতাংশের মিল পাওয়া গেছে। প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে দেখা গেছে, মূল প্রশ্নপত্রের মোট ১৮ প্রশ্নের ভেতর নমুনা প্রশ্নের ১২টির সঙ্গে মিল রয়েছে। প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নমুনা প্রশ্নের ৬ নম্বর প্রশ্নটির সঙ্গে মূল প্রশ্নের ১-এর বি ও সি নম্বরের অনুরূপ। এছাড়া নমুনার ৭ নম্বর প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের ২নং প্রশ্নের সি অনুরূপ। একই ভাবে নমুনার ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের আংশিকের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের ৩-এর বি, নমুনার ১২ নম্বরে সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রে ৩-এর সি, নমুনার ৮ নম্বরের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রে ৪-এর বি ও সি, নমুনার ১১ নম্বরের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রে ৫-এর এ, নমুনার ১ নম্বরের সঙ্গে ৫-এর বি, নমুনার ৩ নম্বরের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রে ৫-এর সি এবং নমুনার ৯ নম্বর প্রশ্নের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রে ৬ নম্বরের মিল রয়েছে।